সম্পাদকীয়

শারদ প্রভাতে উদাসী হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে কাশফুলের গুচ্ছ জানিয়ে দিচ্ছে আনন্দময়ীর আনন্দঘন পূজার দিন সমাগত। সনাতন ধর্মের নবজাগরণ, সর্বধর্মসমন্বয় ও মানবকল্যানার্থ, মহাশক্তির ভক্তিবিনম্র আরাধনার যে সূচনা হয়েছিল বছর কুড়ি আগে শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প ও কৃপাবর্ষণে, কুড়িটি হেমন্তঋতু পার হয়ে মাতৃ-আরাধনার সেই ভক্তিস্রোতস্বিনী আজ আরও ব্যাপ্ত — আরও প্রোজ্জ্বল।

যিনি বহুধা-ধারায়, অদৃশ্যরূপে সকল সৃষ্টির মাঝে ক্রিয়াশীল — পরমব্রহ্মের সেই সঞ্চালক মহাশক্তিই মহামায়া। ত্রিগুণাতীতা অবস্থায় তিনি মহামায়া, ইচ্ছারূপী জগৎসৃজনকারিণীরূপে তিনি যোগমায়া, আবার সগুণাত্মক জড়জগতে তিনি মায়াস্বরূপা — কখনও শুদ্ধ সৃষ্টিশীল চেতনায় তিনি বিদ্যাশক্তি, আবার কখনও ভোগাত্মিকা অবিদ্যাশক্তিস্বরূপা। তিনিই সৃজনীশক্তিরূপিণী বাক্ অথবা দেবী সরস্বতী, পালিকা শক্তিরূপিণী দেবী মহালক্ষ্মী আবার সংহারকারিণী দেবী মহাকালী। এই ত্রয়ীশক্তির একত্রতাই আদিশক্তি 'আদ্যা' — ত্রিগুণাতীতা অবস্থায় যিনি অনির্বচনীয়া। এই ভুবনমোহিনীর সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপের সামরস্যতা ও একত্র-আরাধনাই আমাদের দুর্গোৎসব। যিনি চিন্ময়ীরূপে মনোজগতে লীন, মৃন্ময়ীরূপে জড়জগতে বিরাজমানা, তিনিই প্রাণময়ী সদাপ্রসন্ন মাতৃকাশক্তিরূপে আমাদের মাঝে লীলাময়ী।

আজ পুণ্য শারদপ্রাতে শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণকমলে আমরা ভক্তিবিনম্র প্রণতি জানাই আর করজোড়ে প্রার্থনা করি যেন তাঁর করুণাঘন কৃপাদৃষ্টিপাতে আমাদের মনের সকল গ্লানি, সকল অজ্ঞতা, সকল মলিনতা দূরীভূত হয়। দেবীপক্ষের পুণ্যলগ্নে সকল গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণের মানসকুসুম মাতৃবন্দনায় বিকশিত হউক।।

"দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাতৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।"

Editorial

The dancing "kash" plumes, bathed in the golden hues of the morning sun, herald the auspicious advent of Mahamaya, the supreme Mother Goddess, on this blessed soil. The holy worship of the Goddess that was initiated by Sree Sree Maa twenty years ago to usher in a rejuvenated era of holiness, unification of all religious faiths and general prosperity of mankind, has set foot in its twentieth year. The outcome of Her spiritual resolve and piety has become, over the years, an ever-enveloping fountain that has inducted everybody in its depth, glory and sublimity.

Mahamaya is the primal creative force of the Brahman, present in innumerable forms, tangible and transient, amongst all objects of this universe. In the sublime state, She is Mahamaya while in her creative role of the universe, She is Yogamaya. In this material world, where everybody is controlled by the three fundamental characteristics of Sattava, Rajas and Tamas, She plays the controlling role of Maya. Maya has two manifestations — Vidya and Avidya. While the power of Vidya exhorts us towards pure and holy creativity, that of Avidya lures the mankind in splurge and gross gratification. She is the presiding deity of Devi Saraswati in Her creative power, Devi Mahalaxmi in Her nurturing power and Devi Mahakali in Her punitive power. The confluence of these three primal forces of nature permeates the universe as the Supreme Goddess "Adya" – the sublime Mother Nature who is incomprehensible and indescribable.

During the Navaratri festival, all the three forms of the deity are worshipped in conjunction to seek their blessings and protection from turbulences of life. She dwells in our mind through Her omnipresence, adorns the Mother Earth in Her beauty and graces our abode in Her manifestation as ever-compassionate Sree Sree Maa.

Come ! Let us bow our heads to the Her lotus feet on the auspicious occasion of Navaratri and pray with folded hands for Her blessings to overcome all our ignorance, shortcomings and mental restraint in our eternal journey towards spiritual fulfillment. Let the minds of all brothers and sisters of our fraternity bloom like a flower in chanting Her holy hymn to our contentment.

"Ya Devi Sarvabhuteshu Matrirupeno Sansthita
Namastassai, Namastassai, Namastassai Namo Namah"